বাবার অসুস্থতার খবরে ছেলের মৃত্যু, মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে মারা যান বাবাও

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় বড় ছেলের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেছেন বাবা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছেলে ও রাত ১১টার দিকে বাবার মৃত্যু হয়। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয় গোরস্তানে পাশাপাশি কবরে তাঁদের দাফন করা হয়েছে।

মারা যাওয়া দুজন হলেন আবদুল মান্নান (৫৯) ও তাঁর বড় ছেলে মাহফুজুর রহমান (২৭)। তাঁরা চৌড়হাস ফুলতলা এলাকার বাসিন্দা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবদুল মান্নান দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। কয়েক বছর ধরে তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর চার ছেলে-মেয়ে। বড় ছেলে মাহফুজুর কুষ্টিয়া শহরের একটি ছাপাখানায় (প্রিন্টিং প্রেস) কাজ করতেন। প্রায় আট মাস আগে তিনি বিয়ে করেন। বাবার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন মাহফুজুর। বাবার অসুস্থতাসহ পারিবারিক নানা বিষয় নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকতেন।

গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে ছাপাখানায় কাজ করার সময় বাড়ি থেকে ফোন করে মাহফুজুরকে জানানো হয়, তাঁর বাবা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ খবর পাওয়ার পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাহফুজুরের সহকর্মী শিপন ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বিকেলে মাহফুজুর অফিসের চেয়ারে বসে ছিলেন। ফোনে বাবার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর তিনি চেয়ারের একদিকে হেলে পড়েন। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁর মরদেহ বাড়িতে নেওয়া হয়।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মাহফুজুরের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছেন হাসপাতালটির জরুরি বিভাগে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক রুমন রহমান।

গতকাল রাতেই ছেলের মরদেহ বাড়িতে নেওয়ার খবর আবদুল মান্নানকে জানানো হয়। এরপর তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন জানিয়ে মাহফুজুরের মামাতো ভাই ফিরোজ আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, একপর্যায়ে রাত ১১টার দিকে বিছানাতেই আবদুল মান্নানের মৃত্যু হয়।

ঘটনাটি হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেছেন ৫ নম্বর চৌড়হাস ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাইফুল হক। তিনি বলেন, ছেলেটি ওই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। আজ সকালে বাবা ও ছেলেকে পাশাপাশি কবরে দাফন করা হয়েছে।